আরেকবার ধানের শীষে ভোট দিন, এলাকার উন্নয়নে কাজ করব

মেহেরপুর-২ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেছেন, “আপনারা আমাকে নিজের সন্তান মনে করে আকালের আমলে ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে এমপি বানিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের সেই আমলে আমাকে দু’টা গম আর জেলা পরিষদের সামান্য বরাদ্দ ছাড়া কিছুই দেয়নি। তারপরও আমি আমার বরাদ্দকৃত সেই সামান্য অর্থ দিয়ে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি জানি, আপনারা এখনো আমাকে সন্তান হিসেবে ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসা দিয়ে এবারও ধানের শীষে ভোট দিয়ে এই আসনটি বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের হাতে তুলে দেবেন। আমি নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়নে নিজেকে সেবক হিসেবে আপনাদের পাশে রাখব।”

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে গণসংযোগকালে জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

সেই সময় তিনি গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গণসংযোগ করেন। এর আগে তেঁতুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোরাদ আলী, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান গাড্ডু, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমান, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর আলম, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু, পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুরেলী আলভী, বিএনপি নেতা আবু সাদাত মো. সায়ম পল্টু, কাথুলী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান হোসাইন, বিএনপি নেতা আবদুস সাত্তার, গাংনী

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুল হান্নান, জেলা যুবদলের সদস্য ফারুক হোসেনসহ বিএনপির নারী নেত্রী ও স্থানীয় বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা- কর্মীরা।

পথসভা শেষে বিশাল বহরের একটি মিছিল তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ, ধানের শীষে ভোট প্রার্থনা ও কুশল বিনিময় করেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। গণসমাবেশ ও মিছিলে বিপুল সংখ্যক নারী কর্মীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সমাবেশে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন আরও বলেন, “ছাত্র বয়স থেকে আমি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শের সৈনিক। ছাত্র জীবন থেকে ছাত্রদলের নেতৃত্ব দিয়েছি, যুবদলের নেতৃত্ব দিয়েছি। দীর্ঘদিন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি। বিগত স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে মেহেরপুর ও গাংনীর নির্যাতিত-নিপীড়িত নেতাকর্মীদের আপদে-বিপদে পাশে থেকেছি।”

এদিকে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনের গণসমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

তিনি অভিযোগ করেন, এলাকার এক ক্যাসিনো ব্যবসায়ীর টাকায় ধানের শীষের প্রার্থীকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের সাজ্জাদ হোসেন পলাশ নামের এক অনলাইন জুয়াড়ি। কয়েক মাস আগে ঘোষিত বিএনপির নতুন কমিটি থেকে যোগ্য ও ত্যাগী নেতাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই সুযোগে কিছু অনলাইন ক্যাসিনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীরা বিক্ষোভ ও মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে কর্মসূচি চালাচ্ছেন।

তিনি বলেন, “গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে সাজ্জাদ হোসেন পলাশ ঢাকায় আওয়ামী লীগ, মেহেরপুরে জামায়াতের সমর্থক আর গাঁড়াবাড়িয়ায় বিএনপির পরিচয় দেয় এবং মিল্টন সাহেবের সঙ্গে চলাচল করে। ক্যাসিনো সম্রাটরা মিল্টন সাহেবকে টাকা দিয়ে আমজাদ সাহেবের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এসবের দাঁতভাঙা জবাব আমাদের সবাইকে দিতে হবে।”

সাংবাদিকদের উদ্দেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “আমজাদ সাহেব সৎ ও যোগ্য নেতা, তাকে নিয়ে অপসংবাদিকতা করবেন না।”

গণমিছিল ও পথসভায় তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্রবীণ বিএনপি নেতাকর্মী, তরুণ ভোটার ও বিপুল সংখ্যক নারী ভোটারের উপস্থিতি ছিল।

ঝিনাইদহে আইনজীবী ঐক্যপরিষদের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

সারাদেশে চলমান নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন আইনজীবীরা। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঝিনাইদহ আইনজীবী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে সকাল ১০টায় বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

জেলা আদালত প্রাঙ্গণে মিছিলটি প্রদক্ষিণ করে। পরে আইনজীবী বার ভবনের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আইনজীবী রাশেদ হাসান জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পিপি ও বারের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট এসএম মশিউর রহমান।

আরও বক্তব্য রাখেন, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি কাজী একরামুল হক আলম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ বিশ্বাস, জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাবেক সভাপতি দবির হোসেন, ইসলামী লইয়ারস কাউন্সিলের সভাপতি এ্যাডভোকেট শফিউল আলম, আইনজীবী ফোরামের সদস্য সচিব আকিদুল ইসলাম, সাবেক সম্পাদক শামছুজ্জামান লাকি, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের পিপি ইশারত হোসেন খোকন, আইনজীবী ঐক্য পরিষদের আহবায়ক রাশিদুল হাসান জাহাঙ্গীর, আইনজীবী ফোরামের রিয়াজুল ইসলাম রিয়াজ, আব্দুল আলিম ও এ্যাডভোকেট রাকিবুল হাসান।

এসময় বক্তারা বলেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনা পালিয়ে গিয়ে ভারতে বসে

দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। সারাদেশে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ সহ নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস চালাচ্ছে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী ও দোসররা। বাংলাদেশের জনগণ ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসরদের দাঁত ভাঙা জবাব দেবে। এসময় বক্তারা আওয়ামী লীগের নৈরাজ্য প্রতিহত করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে র্যালী ও যুব সমাবেশ

‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ঝিনাইদহে র্যালী ও যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সোমবার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, সুবীর কুমার দাশ, জেলা শিক্ষা অফিসার লুৎফর রহমান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানা, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সদস্য সচিব সাইদুর রহমানসহ যুবনেতারা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় যুব সমাজই সবচেয়ে বড় শক্তি। তারা শিক্ষায়, প্রযুক্তিতে, কৃষিতে, শিল্পে ও উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে দেশকে এগিয়ে নিতে পারে। বক্তারা আরও বলেন, আজকের তরুণরাই আগামী দিনের নেতা। তাদের মেধা, মনন ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে সামনের দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির সমাবেশ

৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপি এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।
আজ শনিবার বিকেলে শহীদ ড. শামসুজ্জোহা পার্কে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য, সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেঞ্জির, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুন নেসা নয়নসহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শুরু হয় জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করলে তাকে ছাড়া হবে না। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে হবে। ধানের শীষ নিয়ে কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না। দেশে ষড়যন্ত্র চলছে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। নির্বাচন নিয়ে কোনো ছিনিমিনি খেলা খেলতে দেব না। কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধার চেতনা নিয়ে ব্যবসা করছে, আবার কেউ ধর্মের নাম ভাঙিয়ে চলছে এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। মা-বোনদেরও সতর্ক থাকতে হবে।

চুয়াডাঙ্গায়

ইসলামী ছাত্রশিবিরের দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের দায়িত্বশীল সমাবেশে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী জেলা আমীর মো: রুহুল আমিন বলেছেন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের দিকে চেয়ে আছে বঞ্চিত মানুষরা।

আজ শুক্রবার বেলা ১১ টায় দর্শনা রিসোর্টে ইসলামী ছাত্রশিবিরের চুয়াডাঙ্গা-২ আসন আয়োজিত জেলা দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন, জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি হাফেজ আমিরুল ইসলামের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিবিরের দায়িত্বশীল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ছাত্রশিবিরকেই দেশের সাধারণ ছাত্রসমাজের দায়িত্ব নিতে হবে। ক্যাম্পাসে মেধার স্বাক্ষর রাখতে হবে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাড়িপাল্লার পক্ষে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। মাদকের ভয়াল ছোবল থেকে ছাত্রদের বাঁচাতে হবে। জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে সমাজ থেকে মাদকের মুলৎপাটন করা হবে। মাদক ব্যবসায়ীদেরকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির মুখোমুখি করা হবে। তিনি আরো বলেন, ৭১ সালের পর হতে আজ অবধি রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এক শ্রেণীর দেশ বিরোধী চক্র মাদকের ব্যবসা চালিয়ে এসেছে। তিনি আরও বলেন, আর মাদকের ব্যবসা করতে দেয়া হবেনা।

সমাবেশে বিশেষ অতিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাময়াতের জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান জেলা সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান, সাবেক সভাপতি মহসিন এমদাদুল্লাহ জামেন। আরো উপস্থিত ছিলেন, সদস্য সচিব মোঃ পারভেজ আলম, প্রচার সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহিম, দামুড়দা থানা সভাপতি আল ফাহাদ সবুজ হোসেন, দর্শনা সভাপতি মোঃ লোকমান হোসেন জীবননগর থানা সভাপতি মোহাম্মদ রাসেল হোসেন,

জীবননগর পৌর সভাপতি মোঃ আকিমুল ইসলাম, হাসাদা সাংগঠনিক থানা সভাপতি মোঃ আমির হামজা সহ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন দায়িত্বশীলবৃন্দ ।

আলমডাঙ্গায় চার গ্রামের জনগণের মাদক বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় চার গ্রামের মানুষের মাদক বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলার ইসলামপুর, কামালপুর চরপাড়া ও চকবন্ডবিল গ্রামের সাধারণ মানুষ নিজেরাই এগিয়ে এসেছেন মাদক রোধে।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫ টায় ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় তিন গ্রামের উদ্যোগে এক বিশাল মাদকবিরোধী সমাবেশ। এতে অংশ নেন তিন গ্রামের শতাধিক নারী-পুরুষ ও তরুণ সমাজ। দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় মাদক বিক্রি ও সেবনের প্রবণতা বাড়তে থাকায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। অভিযোগ রয়েছে, কিছু যুবক মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে, যার ফলে এলাকার তরুণ প্রজন্ম ধীরে ধীরে মাদকের ভয়াবহ ছোবলে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামপুর, কামালপুর চরপাড়া ও চকবন্ডবিল গ্রামের সচেতন নাগরিকেরা যৌথভাবে এ উদ্যোগ নেন।

সমাবেশের আয়োজন করেন, কুমারী গ্রামের মহি উদ্দিন, কামালপুর চরপাড়ার বাপ্পি, ইসলামপুর গ্রামের সেলিম হোসেন ও চকবন্ডবিল গ্রামের টগর। উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সমাজকর্মী সাইদুল, ঝন্টু, সাজেদুর রহমান, শফি উদ্দিন, আলম হোসেন, তাইজাল, আলফাজ, জহুরুল, মঞ্জুসহ তিন গ্রামের অসংখ্য বাসিন্দা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, মাদক আজ আমাদের সমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের সন্তানরা এর শিকার হচ্ছে। এখন সময় এসেছে সবাইকে একসাথে দাঁড়ানোর। যে মাদক ব্যবসায়ী আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে,

তাকে চিহ্নিত করে প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, সমাজের প্রতিটি পরিবারকে সচেতন হতে হবে। তরুণদের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও ধর্মীয় চর্চায় যুক্ত করে রাখতে পারলেই মাদক থেকে দূরে রাখা সম্ভব।

স্থানীয়রা আশা প্রকাশ করেন, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা পেলে এলাকাকে পুরোপুরি মাদকমুক্ত করা সম্ভব হবে।

ঝিনাইদহে জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৫ দফা দাবিতে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারিসহ ৫ দফা দাবিতে ঝিনাইদহ জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমাবার সকালে ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের উদ্যোগে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জামায়াতে ইসলামীর ঝিনাইদহ জেলা আমীর ও ঝিনাইদহ-২ আসনের জামায়াত মনোনিত জাতীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক আলী আজম মো: আবুবকর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক এএসএম মতিউর রহমান, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রফেসর মতিয়ার রহমান ও ঝিনাইদহ ৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা মো: আবু তালিব। সমাবেশটির সঞ্চালনায় ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা সেক্রেটারি আব্দুল আওয়াল।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও ঝিনাইদহ পৌর মেয়র প্রার্থী আব্দুল আলীম, জেলা সহকারী সেক্রেটারি কাজী

ছগীর আহমেদ, জেলা বাইতুল মাল সম্পাদক তাজুল ইসলাম, জেলা উলামা বিভাগের সভাপতি মুহাদ্দিস রবিউল ইসলাম, সদর উপজেলা আমীর ড. হাবিবুর রহমান, শহর আমীর অ্যাডভোকেট ইসমাইল হোসেন, হরিনাকুণ্ডু উপজেলার আমীর বাবুল হোসেন, কালীগঞ্জ উপজেলা আমীর আব্দুল হকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে বাড়িভাড়া ও ভাতা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাতিলের দাবিতে শিক্ষকদের সমাবেশ

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ২০% ও চিকিৎসা ভাতা ১,৫০০ টাকা এবং কর্মচারীদের ৭৫% উৎসব ভাতার প্রজ্ঞাপন বাতিলের দাবিতে গাংনীতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম। সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আবু সায়েম পল্টু।

সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের আহ্বায়ক ও গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন বলেন, আমরা শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে থাকতে চাই। আগের শিক্ষা উপদেষ্টার সুপারিশ অনুযায়ী ২০% বাড়িভাড়া, ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং কর্মচারীদের ৭৫% উৎসব ভাতার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবি জানাই।

তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা কেউ না কেউ শিক্ষকের ছাত্র,

অথচ শিক্ষকদের দাবির বিষয়ে ইতিবাচক কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। বরং অনেক সময় শিক্ষকদের প্রাপ্য সুবিধা আদায়ে বাঁধা সৃষ্টি করছেন যা শিক্ষক সমাজের জন্য লজ্জাজনক।

তিনি অনতিবিলম্বে শিক্ষকদের ন্যায্য দাবির পক্ষে প্রজ্ঞাপন জারির আহ্বান জানান এবং হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, শিক্ষকদের দাবির প্রতি উপযুক্ত সাড়া না পেলে ঢাকা কেন্দ্রীক বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করা হবে। শিক্ষকরা ক্লাসে ফিরতে চান, কিন্তু তাদের ন্যায্য দাবি মানা না হলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প থাকবে না।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে অনেক শিক্ষক মাত্র ১২,৫০০ টাকা বেতন পান, যা অপ্রতুল ও অমানবিক। তাই ৫০০ টাকার বাড়িভাড়ার প্রজ্ঞাপন বাতিল করে ২০% বাড়িভাড়া, ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং কর্মচারীদের ৭৫% উৎসব ভাতার প্রজ্ঞাপন দ্রুত জারি করতে হবে।

প্রধান উপদেষ্টা শিক্ষক, শিক্ষা উপদেষ্টা শিক্ষক, পরিকল্পনা উপদেষ্টা শিক্ষক অথচ শিক্ষকদের ন্যায্য দাবিগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে না, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তেরাইল ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলাম, বামুন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সাজ্জাদুল ইসলাম স্বপন, গাংনী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা শফিকুল ইসলাম, কলেজ শিক্ষক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মকলেচুর রহমান, সদস্য আমিরুল ইসলাম, কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মিজানুর রহমান, গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক কামরুজ্জামান, করমদি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক আমজাদ হোসেন, তেরাইল ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক জাবলুন নবী, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক দিলরুবা খাতুন, তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাহবুবুল হক এবং গাংনী পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রভাষক হাতেম আলী।

এছাড়াও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কাজিপুর কলেজের সহকারী অধ্যাপক গোলাম কিবরিয়াসহ উপজেলার বিভিন্ন কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিপিবি’র জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে মেহেরপুরে কর্মীসভা

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)’র জাতীয় সমাবেশকে সামনে রেখে মেহেরপুরে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ কর্মীসভার আয়োজন করা হয়।

সিপিবি’র মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সিপিবি’র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পরেশ কর। সভা পরিচালনা করেন, জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম কানন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সিপিবি’র সাবেক সভাপতি প্রয়াত কমরেড জালালউদ্দিনের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও অবদানের উপর আলোচনা করেন বক্তারা।

কর্মীসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা শাখার সহ-সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান, কমরেড রহমতুল্লাহ, কমরেড রফিকুল ইসলাম, কমরেড আব্দুল হাকিম, কমরেড পাভেল, কমরেড বিপ্লব ও কমরেড ঊষা প্রমুখ।

সভায় বক্তারা আগামী ১৪ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে নেতাকর্মীদের আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে বেসরকারি শিক্ষকদের

কর্মবিরতি ও প্রতিবাদ সমাবেশ

এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া, ১৫০০টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতা প্রদানের দাবিতে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচী পালনরত শিক্ষকদের উপর পুলিশের হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ঝিনাইদহের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি ও শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে ঝিনাইদহ সদর, হরিণাকুণ্ডু, শৈলকুপা, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলার বিভিন্ন বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই কর্মসূচী পালন করে। শিক্ষকদের উপরে হামলার প্রতিবাদে হরিণাকুণ্ডুর সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজ, জোড়াদহ কলেজ, প্রিয়নাথ স্কুল এন্ড কলেজ, হাজী আরশাদ আলী কলেজ, মানদিয়া আইডিয়াল কলেজ, পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঘোড়াগাছা লাল মোহাম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দখলপুর সিদ্দিকীয়া ফাজিল মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মবিরতিসহ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন পালন করে।

এছাড়া শিক্ষক কর্মচারীদের যৌক্তিক দাবির সাথে একাত্বতা ঘোষণা করেন এবং ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান হরিণাকুণ্ডু আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব মুর্শেদ শাহিন।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য জোটের সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার জানান, এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের জাতীকরণের দাবিতে আমরা গত ৭ অক্টোবর ঢাকাতে একটি প্রোগ্রাম করেছিলাম। সেখানে আমাদের নেতাদের দাবি ছিলো জাতীয়করণের। তবে শিক্ষকদের দাবি নিয়েই যখন আন্দোলন হচ্ছে সেখানে, তাই অনাকাঙ্খি ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এই শিক্ষক নেতা।

ঝিনাইদহ সদরের আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শাহীন রেজা জানান শিক্ষকদের উপরে হামলার তীব্র নিন্দা জানায় এবং শিক্ষকদের যোক্তিক দাবি বাস্তবায়ন করার জোর দাবি করছি। এছাড়া সদর উপজেলার ঝিনাইদহ কলেজ, উত্তর নারায়নপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাঞ্চননগর স্কুল এন্ড কলেজ, ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ, ফজর আলী স্কুল এন্ড কলেজ, কালীগঞ্জের নুর আলী ডিগ্রি কলেজ, শৈলকুপার

গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মিয়া জিন্না আলম ডিগ্রি কলেজসহ জেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিনভর স্কুলে উপস্থিত থেকে কর্মবিরতি পালন করে। জেলার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের উপরে হামলার প্রতিবাতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ পালন করে আন্দোলনকারীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছে। কর্মবিরতি কালে শিক্ষকরা জানান, তিনদফা দাবি বাস্তবায়ন না হলে তারা ক্লাসে ফিরে যাবেন না। অনেক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের এই আন্দোলনের সাথে শরিক হন। এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল বারী জানান, শিক্ষক কর্মচারীদের উপরে হামলা হলে তারা তো প্রতিবাদ করতেই পারে। এখানে আমাদের কি বলার আছে এ ব্যাপারে সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই হবে।